জাতীয় বাজেট ২০১০-২০১১

তথ্যপ্রযুক্তি খাত অগ্রাধিকার পায়নি বলে জানিয়েছে তিন প্রযুক্তি সংগঠন

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা খাতের তিন সংগঠন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) যৌথভাবে বাজেট-পরবর্তী প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ১৩ জুন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, বেসিস সভাপতি মাহবুব জামান ও আইএসপিএবি সভাপতি আক্তারুজ্জামান।

বক্তারা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে নির্দিষ্টভাবে তথ্যপ্রযুক্তি খাত বাজেটে অগ্রাধিকার পায়নি। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সব ধরনের শুল্ক, ভ্যাট ও কর-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপর স্থিতাবস্থা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালার কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান কার্যক্রম আরো দ্রুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা নেই বাজেটে। তথ্যপ্রযুক্তি সংগঠনগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলোও তেমন বিবেচিত হয়নি বাজেটে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া হাইটেক পার্ক, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ও দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল স্থাপনের জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নেই, তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা অনুযায়ী এডিপির পাঁচ শতাংশ এবং রাজস্ব দুই শতাংশ দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। নেই এ খাতের উন্নয়নে বরাদ্দ করা ৭০০ কোটি টাকার কথাও। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি (পিপিপি) খাতে বরাদ্দ করা অর্থ তথ্যপ্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট সেবা খাতগুলোয় অন্তর্ভুক্ত করা, ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথের দাম ১৮ হাজার থেকে কমিয়ে ৭ হাজার টাকা করা, ই-কমার্স ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার ও শিক্ষা খাতে প্রযুক্তি সেবা বাড়াতে কম্পিউটার ও ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিসিএস-এর মহাসচিব মজিবুর রহমান স্বপন, বেসিস মহাসচিব ফোরকান বিন কাশেম, আইএসপিএবি মহাসচিব এম এ হাকিম প্রগতিসহ তিন সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা। পরবর্তীতে বাজেট প্রস্তাব নিয়ে এ তিন সংগঠন আরো বিস্তারিত আলোচনা করবে বলে সম্মেলনে জানানো হয়। ■

চারটি সংস্থায় পরীক্ষামূলক ই-টেন্ডারিং চালু হচ্ছে

সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রমে ই-টেন্ডারিং চালু হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), আইএমইডি। এতে চারটি সংস্থার ২০টি এজেন্সিতে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালু হবে।

জানা গেছে, এ প্রকল্পের আওতায় ই-টেন্ডারিং ও ই-প্রকিউরমেন্ট দুটি কার্যক্রমই চালু হবে। দুটি কার্যক্রমের জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে ডিজিটাল স্বাক্ষর। ডিজিটাল স্বাক্ষরের কার্যক্রম চালু হওয়ার পরেই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এ চারটি প্রতিষ্ঠানের ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হবে। এ কার্যক্রমের জন্য মডিউল তৈরির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে বলেও জানা গেছে। তবে তিনি অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নির্দিষ্ট ব্যান্ডউইথের গুরুত্বের কথা চিন্তা করা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যেহেতু ঢাকার বাইরেও এ কার্যক্রম চালু হবে তাই ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমে অনলাইন মনিটরিং চালুর ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানা গেছে।

এ কার্যক্রমে সফটঅয়্যার সহায়তা দিচ্ছে জিএসএস আমেরিকান ইনফোটেক নামের একটি প্রতিষ্ঠান এবং সাথে রয়েছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান দোহাটেক লিমিটেড। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অধীনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সার্টিফিকেট কতৃপক্ষ চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ফি ইত্যাদির হার সুপারিশ করে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদর প্রাপ্তির পর সার্টিফিকেট কতৃপক্ষ (সিএ) নিয়োগের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হবে বলে জানা গেছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষরের কার্যক্রম অচিরেই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে দেশে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে ব্যাংকের আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং কমন সার্ভিস বিভাগ যৌথভাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ই-টেন্ডারিংয়ের কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এতে 'দরপত্র প্রস্তুত মডিউলে' ব্যবহারকারীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন অনুসারে টেন্ডার প্রস্তুত করতে পারবেন। ■ - **সি নিউজ প্রতিবেদক**